উৎপাদন ও আগামী বোরো মৌসুমে অন্যবারের চেয়ে অতিরিক্ত জমিতে শংকর (হাইব্রিড) ধান চাষের সম্ভাবনা থাকায় সব মিলিয়ে চার লাখ টন অতিরিক্ত চাল উৎপাদন হবে। সাধারণ ধানের চেয়ে শংকর

দাম পড়বে ১২ থেকে ১৩ টাকা; যা বর্তমান সরকার নির্ধারিত বাজার মূল্যের প্রায় দ্বিগুণ।
দৈনিক যুগান্তরে 'সার সংকট এড়ানো সহজ হবে না' শিরোনামে গত ০৬-১০-০৭ তারিখে প্রথম পৃষ্ঠায়

দামে সার বিতরণ করা হবে। এজন্য তিনি ভর্তুকির টাকা সংগ্রহে দেনদরবার করছেন।
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ কৃষি উপদেষ্টা অর্থ উপদেষ্টার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ

এতদবিষয়ে খেয়াল রেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ত্বরিত ও কার্যকরীভাবে তৎপর হবেন, দেশবাসী ও কৃষককুল তাই আশা করেন।
কারার মাহমুদুল হাসান : সাবেক সচিব

শিক্ষা

ড. এম. আজিজুর রহমান

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

অনেকে মনে করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু সচ্ছল পরিবারের মেধাবী ছাত্ররাই পড়ালেখা করে। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনী-গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের সমানভাবে প্রবেশ অধিকারের সুযোগ বিদ্যমান। কিন্তু মানবসম্পদের সুষম বন্টনের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ধনী-গরিব উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ সুবিবেচনার দাবি রাখে। আসলে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা আদৌ কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে কিনা এবং পেলে তাদের সংখ্যা কত তা যাচাই করে দেখা দরকার। কারণ অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্ররা অর্থের অভাবে গৃহশিক্ষক রেখে পড়ালেখা করতে এবং কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে পারে না। পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাবে তারা পাবলিক পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে না পেরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুযোগ থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে প্রায় বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ানোর যে রেওয়াজ প্রচলিত আছে, তাতে ধনী-গরিব বিচার-বিবেচনা করা হয় না। একথা সত্য, মেধাবী শিক্ষার্থীরা সবাই গরিব নয়। আগে দেখা যেত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের যেমন স্কুল শিক্ষক ও পোস্ট মাস্টারের ছেলেমেয়েরা বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান করে নিত। এখন যেসব ছেলেমেয়ের বাবা-মা পড়ালেখার পেছনে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছে অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারের সহায়তা নিতে পারছে, সেসব ছেলেমেয়েই পাবলিক পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করছে। অন্যদিকে অর্ধসচ্ছল বাবা-মায়ের সন্তানরা অনেকেই মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ সুযোগের অভাবে মেধার চর্চা ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে সত্যিকারের মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে পিছিয়ে পড়ছে। এ অবস্থা কোনক্রমেই কাম্য হতে পারে না। ছাত্র ভর্তির সময় বাবা-মায়ের TIN (Tax Identification Number) সনদপত্রসহ আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলো যাচাই-বাছাই করে সবাইকে বিনাবেতনে বা নামমাত্র বেতনে পড়ালেখার সমান সুযোগ না দিয়ে শুধু সত্যিকারের অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনাবেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন অনেকটা সুনিশ্চিত হয়।

এক তথ্য অনুযায়ী, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ বা তার অধিক সংখ্যক ছাত্র আসে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত তথা সচ্ছল পরিবার থেকে, যাদের জনসাধারণের প্রদত্ত সরকারের রাজস্ব উপার্জনের টাকায় প্রায় বিনা বেতনে পড়ানো হয়। বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে যা কাম্য হতে পারে না। কারণ এসব পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা গৃহশিক্ষক রেখে, কোচিং সেন্টারে ফি দিয়ে, ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ অর্জন করে। দরিদ্র শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি পরীক্ষায় পুরোপুরি প্রস্তুতি নিতে না পারায় তারা

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ থেকে অবিরত বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন নজিরবিহীনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে সম্পদ ও মানবসম্পদের এরূপ অসম বণ্টনের কোন নজির নেই এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাওভাবে সবাইকে বিনা বেতনে পড়ানোর কোন সুযোগ নেই।

মানবসম্পদের সুষম বণ্টনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি একটি স্বয়ংক্রিয় মডেল হিসেবে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সীমিত আসনের কারণে সচ্ছল পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফলে সরকারি কোষাগার এবং সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমেছে, যা কিছুটা হলেও সমাজে সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের সহায়ক বটে। সরকার সচ্ছল ব্যক্তিবর্গ ও পরিবার থেকে যে রাজস্ব উপার্জন করে তার অংশ বিশেষ সমাজসেবা ও অর্ধসচ্ছল ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের কল্যাণার্থে ব্যয় করে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ছাত্র বেতনের অংশ বিশেষ মেধাবী ও অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের আংশিক দায়িত্ব পালন করে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হয় ছাত্র বেতন থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে। তথাপি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দরিদ্রপ্রায় ২০-২৫ ভাগ অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের বিনাবেতনসহ অতি সাশ্রয়ী খরচে পড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে। মানবসম্পদের সুষম বণ্টনের প্রয়াস হিসেবে সচ্ছল ছাত্রদের প্রদেয় ছাত্র বেতন থেকে অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান করে প্রতিটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য সাধারণ নজির স্থাপন করেছে এবং এ খাতে বছরে গড়ে প্রায় ১ থেকে ২ কোটি টাকা খরচ করছে। এভাবে অর্ধশত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বছরে প্রায় একশ' কোটি টাকার অধিক অর্থ অর্ধসচ্ছল ও সচ্ছল মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে যোগান দিচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে এবং বর্তমানের ধারাবাহিকতায় ত্রিশ শতাংশ ছাত্রকে বিনাবেতন, সাশ্রয়ী খরচ ও বৃত্তির আওতায় আনা হলে বছরে গড়ে সর্বমোট প্রায় এক লাখ অর্ধসচ্ছল পরিবারের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিমধ্যেই আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে এবং দিচ্ছে। যেমন পশ্চিমা দেশের মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমের আদলে এদেশে উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, বাজারমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ প্রদান, রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ, সেমিস্টার পদ্ধতিতে শ্রেণী কার্যক্রম, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি সিস্টেম সমৃদ্ধকরণ, শিক্ষা ও গবেষণায় বৈচিত্র্যতা আনা, উচ্চশিক্ষা প্রদানে যোগ্য ও মানসম্মত শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বাজার মূল্যে নিয়োগপ্রাপ্তি সুবিধা সৃষ্টি, উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তিবিদ্যা, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, সুবিধা প্রদান, উচ্চ শিক্ষালাভে বিদেশ গমনেচ্ছু ছাত্রদের দেশেই পড়ালেখা ও দেশের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়করণ ইত্যাদি। এছাড়াও আধুনিক ব্যাংক, বীমা, ইন্স্যুরেন্স এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসহ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন শিল্পকারখানায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচুর গ্রাজুয়েটের নিয়োগ লাভ এবং তাদের দ্বারা কোম্পানিগুলোকে ক্রমান্বয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অবশ্যই দেশের সার্বিক উন্নয়নে এক নতুন মাত্রা দান করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুমেয়, সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রকারের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু অসচ্ছল ও অর্ধসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনাবেতনে বা বৃত্তি দিয়ে পড়ালেখার সুযোগ দিলে মানবসম্পদের সুষম বণ্টন অনেকটা সুনিশ্চিত হবে। আমরা আশা করি, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিনাবেতনে পড়ানোর সুযোগটা শুধু অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রদের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখবে [illegible] সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা করবে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের উন্নতি ধারায় পর্যায়ক্রমে আরও অধিক সংখ্যক অর্ধসচ্ছল মেধাবী ছাত্রকে আওতাভুক্ত করে নেবে।

ড. এম. আজিজুর রহমান : *ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি*